গাংনীতে পেকিন হাঁস পালন বিষয়ে “প্রাণিসম্পদ খামার দিবস অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটভূক্ত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গাংনী শাখার গাড়াডোব গ্রামে ৭৫ জন খামারি নিয়ে মাংসের জন্য ব্রয়লার টাইপ পেকিন হাঁস পালন বিষয়ে “প্রাণিসম্পদ খামার দিবস” অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রাণীসম্পদ খামার দিবসে হাঁস পালনের উপকারিতা, হাঁস পালনের জন্য সুষম খাদ্য ব্যাবস্তাপনা কিভাবে করতে হয়, হাঁস পালনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ সমূহ, বাজার ব্যবস্থাপন সহ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিষয়ে খামারিদের অবহিত করা হয়।

এছাড়াও হাঁস পালনের বিভিন্ন সংক্রামক রোগ যেমন ডাক প্লেগ, ডাক কলেরা ও তার প্রতিকার, নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন প্রদানের উপকারিতা, এন্টিবায়োটিকের যথাযথ ব্যাবহার রোধ, সংক্রামক রোগ সমূহে ভ্যাকসিন প্রদানের উপকারিতা,মাচায় হাঁস পালনের উপকারিতা সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা করা হয়।

এসময় খামারিদের সংস্থার চলমান বিভিন্ন সেবামূলক ও সমন্বিত কৃষি ইউনিটের চলমান বিভিন্ন প্রদর্শনী সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

উক্ত খামার দিবসে রিসোর্স পারসন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির সমন্বিত কৃষি ইউনিটের প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও উপসহকারী কর্মকর্তা বৃন্দ। আরও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার উপ পরিচালক মোঃ সাইফুল রহমান(উপপরিচালক প্রশিক্ষণ)। উক্ত খামার দিবস বাস্তবায়নে আর্থিক ভাবে সহোযোগিতা করেছে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ)।

কোটচাঁদপুর বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে ড্রাগন ফলের চাষ

কোটচাঁদপুরে বানিজ্যিক ভাবে শুরু হয়েছে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে ড্রাগন ফলের চাষ। এ দিকে সন্ধ্যা নামলেই বৈদ্যুতিক বাতির ঝলকানি দেখতে ওই বাগানে ভীড় করছেন,উৎসুখ জনতা। বাড়তি ফল উৎপাদনের আশায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে দেড় বিঘা জমিতে এ পদ্ধতিতে চাষ করছেন বলে জানিয়েছেন,চাষি রেহমানুল কবির (রাজু)।

জানা যায়,কোটচাঁদপুর তালসার সড়কের পারলাট মাঠ এটি। এ সড়কের পাশেই দেড় বিঘা ড্রাগন ফলের বাগান চাষি রেহমানুল কবির (রাজুর)। ২০২১ সালের দিকে এ বাগানটি করেন তিনি। ওই সময় দেড় বিঘা জমিতে ড্রাগন চাষ করতে ব্যয় হয়েছিল সাড়ে ৪ লাখ টাকা। এ বছর ওই বাগানেই বাল্ব পদ্ধতিতে চাষ করতে আবারও ব্যয় করেছেন আরো ৩ লাখ টাকা।

এদিকে সন্ধ্যা নামলেই বৈদ্যুতিক বাতিগুলো জ্বলে উঠছে বাগানটি। এ সময় দুর থেকে দেখলে বাগানটিকে তারার মেলা বলে মনে হচ্ছে। যা দেখতে প্রতিনিয়ত ওই সড়কে ভীড় করছেন উৎসুক জনতা। এর মধ্যে কেউ আসছেন চাষ পদ্ধতিসহ দেখতে। আবার কেউ আসছেন আলোর ঝলকানি উপভোগ করতে।

বিষয়টি নিয়ে ড্রাগন চাষি রেহমানুল কবির (রাজু) বলেন,গেল ২০১৮ সালে মাত্র ১৫ কাঠা জমিতে দিয়ে ড্রাগন চাষ শুরু করা হয়। বর্তমানে ১০ বিঘা জমিতে ড্রাগন চাষ।

তিনি বলেন, এক বিঘা জমিতে ড্রাগন চাষ করতে ব্যয় হয় ৩ লাখ টাকা। তবে বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে চাষ করতে ব্যয় হবে আরো ২ লাখ টাকা। আপনি কেন এ পদ্ধতিতে চাষ করার সিদ্ধান্ত নিলেন আর কোথায় পেলেন এ প্রযুক্তি এমন প্রশ্নে তিনি বলেন,সাধারন ভাবে চাষ করলে ৬ মাস ফল উৎপান করা যায়।

আর বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে চাষ করলে আরো ২/৩ মাস ফল উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে মনে করছি। এ জন্য মাত্র দেড় বিঘা জমিতে পাইলট প্রকল্প হিসেবে এ পদ্ধতিতে চাষ শুরু করলাম। ভাল ফল পেলে বাকি আরো ৮ বিঘা জমিতে চাষ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

রাজু বলেন,ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ড উপজেলার এক চাষি এ পদ্ধতিতে চাষ

করে ভাল ফল পেয়েছেন। আমি ওই বাগানে দেখে এসে চাষ শুরু করেছি।

তিনি বলেন,দেড় বিঘা জমিতে ১৭ শ ড্রাগন গাছ রয়েছে। আর খুটি রয়েছে ৪ শ ৩০ টি। ৪ ফুট ব্যবধানে বৈদ্যুতিক বাতি গুলো ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। ওই বাগানে ৫ শ ৫০ টি বাতি দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রাজিবুল ইসলাম বলেন, এ উপজেলায় ৩ শ হেক্টরের উপর জমিতে ড্রাগনের চাষ আছে। সাধারণত গাছ থেকে চাষিরা বছরে দুই বার ড্রাগন সংগ্রহ করতে পারতো। এ পদ্ধতিতে চাষ করলে তারা সারা বছর গাছ থেকে ড্রাগন সংগ্রহ করতে পারবেন।

তবে এতে যেমন খরচ আছে, তেমনি চাষি লাভবানও হবেন। কোটচাঁদপুরে এ পদ্ধতিতে চাষ শুরু হয়েছে কিনা,এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এটা আমার জানা নাই। আপনাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম ওই পদ্ধতিতে চাষ শুরু করেছেন চাষিরা।

এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা,জানতে চাই ওই কর্মকর্তা বলেন,বিদেশে এ পদ্ধতিতে চাষ আছে। আপনারা আরেকটু নিশ্চিত হতে পারবেন ইউটিউব দেখলে।

জীবননগরে নদীর মাটি কেটে বিক্রয়; ২জনকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে অবৈধভাবে ভৈরব নদীর মাটি উত্তোলন ও কেটে বিক্রি করার অপরাধে দুইজনকে ১লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের পেয়ারতলা গ্রামের বোয়ালমারী মাঠে অভিযান পরিচালনা করে এ জরিমানা আদায় করা হয়।

জীবননগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তিথী মিত্র এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার পেয়ারতলা গ্রামের বোয়ালমারী মাঠে অভিযান পরিচালনা করে অবৈধভাবে ভৈরব নদীর মাটি কেটে ও উত্তোলন করে ইট ভাটায় বিক্রি করার সত্যতা পান। অবৈধভাবে ভৈরব নদীর মাটি উত্তোলন ও কাটা এবং ইট ভাটায় বিক্রি করায় জমির মালিক মো.জসীম উদ্দিনকে ৫০ হাজার টাকা, ট্র্যাক্টরের মালিক মনোহরপুর গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে বাবলুর রহমানকে একই ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

বালুমহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন মোতাবেক উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তিথি মিত্র ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দুইজনকে সর্বমোট ১০০,০০০/= এক লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করেন।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তিথি মিত্র বলেন, অবৈধভাবে ভৈরদ নদী থেকে মাটি কাটা,উত্তোলন ও বিক্রিসহ বিভিন্ন অনিয়ম পরিলক্ষিত হওয়ায় বালুমহল ও বালু ব্যবস্থাপনা আইনে ২জকে সর্বমোট ১লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে আদায় করা হয়।কৃষি জমি রক্ষায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ঝিনাইদহে কৃষকদের মাঝে সার, বীজ ও গাছের চারা বিতরণ

অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপনের জন্য সরকারী ভাবে কৃষকদের মাঝে ফলজ গাছের চারা, সার এবং সাক-সবজির বীজ প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উদ্যোগে, অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্পের আওতায় সদর উপজেলার ২৫০টি পরিবারের মাঝে এসব বিতরণ করা হয়।

এসময় ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি অফিসার নূর-এ-নবী, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলাম, উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি অফিসার মুহাম্মদ জুনাইদ হাবীব ও সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মনিরুজ্জামানসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলার ২৫০টি পরিবারের মাঝে আম, কাঠাল, জলপাই, পেয়ারাসহ ১০টি করে বিভিন্ন ফলজ গাছের চারা, বিভিন্ন প্রকারের ১৮ কেজি রাসায়নিক সার, ১০ কেজি জৈব সার ও ১০প্যাকেট করে সাব-সবজির বীজ প্রদান করা হয়।

গাংনীতে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) কর্তৃক সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত মৎস্যখাত এর আওতায় দুই দিনব্যাপি উন্নত ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ পিএসকেএস খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ রোকনুজ্জামান ও গাংনী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা খোন্দকার সহিদুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ ও মৎস্য চাষীসহ মাছ চাষে সফল খামারি।

এ সময় মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা, গুণগত মানসম্পন্ন মাছের বৈশিষ্ট্য, মাছ চাষে সরকারের নানা পদক্ষেপ ও সফলতা, দেশী মাছ চাষের গুরুত্ব, উত্তম ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা, পুকুর ব্যবস্থাপনা ও মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা, পুকুর পাড়ে চাষযোগ্য সবজি ও এর উপকারিতা নিয়ে আলোচনা, প্রাথমিক খাদ্য পরীক্ষা, মাছের সাধারণ রোগ ও প্রতিকার, সমন্বিত মাছ চাষের উপকারিতাসহ চাষ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। উক্ত কার্যক্রমে আর্থিকভাবে সহায়তা করছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

গাংনীতে দুই দিনব্যাপি নতুন জাতের ফসল চাষ পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ

মেহেরপুরের গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) কর্তৃক সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত কৃষিখাত এর আওতায় দুই দিনব্যাপি উচ্চমূল্য ও উচ্চফলনশীল নতুন জাতের ফসল চাষ ও পরিবেশ বান্ধব মালচিং পেপার ব্যবহার করে উচ্চ মূল্যের ফসল চাষ প্রচলন বিষয়ক শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে অংশ নেন ২৫ জন কৃষানি।

আজ মঙ্গলবার সকালে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণটি পলাশীপাড়া শাখা কার্যালয়ের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর উপ-পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার ও জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রকৌশলী সুবল চন্দ্র মন্ডল এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ ইমরান হোসেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহকারী পরিচালক মোহাঃ সাইফুল ইসলাম, সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সফল খামারি।

এ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন উচ্চফলনশীল ফসলের জাত পরিচিতি ও মৌসুম, বীজ বাছাই, বীজ শোধন ও জাগ দেয়া, বীজতলা তৈরী, বীজতলায় বপন, বীজতলা পরিচর্যা, চারা উঠানো, চারা বহন, রোপনের জন্য জমি তৈরী, চারা রোপন, জৈব সার প্রয়োগ, ডলোচুন ব্যবহার, ব্রি-হাইব্রিড ধানের চাষ পদ্ধতি, আগাছা দমন ও সেচ ব্যবস্থাপনা, ধানে অতিরিক্ত চিটা হওয়ার কারণ ও প্রতিকার, ধান কাটার সময়, মাড়াই এবং সংরণ, ধানের বীজ সংরণ, উচ্চমূল্য ও উচ্চফলনশীল বিভিন্ন ফসল (লালবাঁধা কপি, ব্রকলি, ক্যাপসিকাম, বেবি তরমুজ ইত্যাদি) চাষ সংক্রান্ত এবং অন্যান্য বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

উক্ত কার্যক্রমে আর্থিকভাবে সহায়তা করছে পল্লী কর্ম-সহায়ক

ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

কুষ্টিয়ায় অবৈধভাবে মাটি কাটার অভিযোগে ২জনের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে সরকারি খাল থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার অভিযোগে ২জনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের বাহিরমাদী এলাকায় সরকারি খাল থেকে অবৈধভাবে মাটি কেটে ইটভাটায় সরবরাহ করার অভিযোগে সেলিম রেজা ও সরকারি কাজে অসহযোগিতা করায় ফরজ আলী নামে দু’জনকে ১৫দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহীদুল ইসলাম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, সরকারি খাল থেকে মাটি কেটে ইটভাটায় সরবরাহ করার অভিযোগে সেলিম রেজা, সরকারি কাজে অসহযোগিতা করায় ফরজ আলী নামে ২ জনকে আটক করা হয়।

পরে পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালতে সেলিম রেজা ও ফরজ আলীকে ১৫দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও দৌলতপুর সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শাহীদুল ইসলাম। পরে তাদের পুলিশের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় কৃষি প্রণোদনায়

সরিষা চাষে ঝুঁকছে কৃষকেরা

আলমডাঙ্গা উপজেলার মাঠ এখন হলুদ রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি তার অপরূপে সেজেছে গ্রামীণ জনপদের মাঠ। হলুদ সরিষার খেত গুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমন ধান ওঠার পর হলদে খেতগুলোতে এখন মৌমাছির রাজত্ব। সেই ফুলে মুগ্ধ মৌমাছিরা গুঞ্জন তুলে ফুলে ফুলে পান করছে মধু। তবে হাসিমূখে আবাদি ফসল ঘরে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে কৃষকেরা।

গত বছরের তুলনায় এবছর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সরিষা চাষে ভালো ফলন হয়েছে। কৃষকেরা খুশি থাকলেও বাজার দর নিয়ে কিছুটা শঙ্কিত রয়েছে। তারপরও ফসল ঘরে তোলার অপেক্ষায় রয়েছে গ্রামীণ জনপদের কৃষকেরা।

আলমডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়ন ও পৌরসভার বিভিন্ন মাঠে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ও কৃষি বিভাগ প্রণোদনা দেওয়ায় এবার আবাদ বেশি হয়েছে। এবছর ২ হাজার ৪ শত ৭০ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। তবে ইতিমধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ৩ হাজার হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ হয়েছে।

ডাউকি ইউনিয়নের মাজু ব্লক সুপারভাইজার রফিকুল ইসলাম জানান, এই অঞ্চলে ২ শত ৫৬ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ হয়েছে। সরকারিভাবে কৃষি প্রণোদনার মাধ্যমে সরিষা চাষ বেড়েছে। এবছর সরকারিভাবে বিঘা প্রতি জমিতে ১ কেজি সরিষা বীজের সাথে ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার প্রণোদনার মাধ্যমে দিয়েছে।
খাদেমপুর ইউনিয়নের বটিয়াপাড়া গ্রামের কৃষক আবুল হোসেন বলেন, উপজেলা কৃষি অধিদফতরের মাধ্যমে সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের সরিষার বীজ ও সার দেওয়া হয়েছে। এ কারণে এবার সরিষার ব্যাপক আবাদ হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সরিষা ফলন ভালো হয়েছে। সরিষা আবাদে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করেছে। কোনো সমস্যা হলে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ নিচ্ছেন। কিছুদিনের মধ্যেই আবাদি সরিষা ঘরে তুলতে পারবো।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রেহানা পারভিন জানান, সরকারের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় এ বছর ১ হাজার ১শ ৫২ হেক্টর জমির কৃষকদের সার ও বীজ দেওয়া হয়েছে। ফলন ভালো পেতে তাঁরা

নিয়মিত কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁরা এ বছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি সরিষা পাবেন বলে আশা করছেন।

দামুড়হুদার দলকা বিলে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষ

দামুড়হুদা উপজেলার গোপালপুর গ্রামের দলকা বিলে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের চার জন আহত হয়েছে। আহতরা দামুড়হুদা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানায় পাল্টাপাল্টি মামলা করেছেন।

উভয় পক্ষের আহতরা হলেন, গোপালপুর গ্রামের আমির হামজার ছেলে জুড়ানপুর ইউপি সদস্য নজরুল ইসলাম (৫০) আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে রুহুল আমীন, অপর পক্ষে একই গ্রামের জালাল মন্ডলের ছেলে মোজাম্মেল ও নুরুল আলমের ছেলে বখতিয়ার হোসেন। হাসপাতালে ভর্তি আছে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বেশ কয়েকজন বাড়ি ফিরে গেছে। এবিষয়ে উভয় পক্ষ দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেছে। এক পক্ষের বাদি উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মৃত জালাল মন্ডলের ছেলে মোঃ হকাজ্জেল (৪৫) এবং অপর পক্ষের বাদি একই গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মো: রুহুল আমীন (৩০)। উভয় পক্ষ প্রায় ১৫ জনের নামে মামলা দায়ের করে।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, গতকাল রোববার সকালে দামুড়হুদা উপজেলার দলকা লক্ষিপুর বিল নিয়ে দুই পক্ষ মারামারি করেছে। এতে উভয় পক্ষের ৪ জন আহত হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বেশ কয়েকজন বাড়ি ফিরে গেছে। দুই পক্ষই দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেছে। উভয় পক্ষের মামলা দামুড়হুদা মডেল থানায় প্রক্রিয়াধীন ছিল এবং মারামারির ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

দলকা লক্ষিপুর বিল মৎস্য সমবায় সমিতর পক্ষে মামলার বাদি উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মৃত জালাল মন্ডলের ছেলে মোঃ হকাজ্জেল বলেন, আমরা নৌকার পক্ষে ভোট করায় দলকার বিলের বিষয় নিয়ে আমাদেরকে স্বতন্ত্র ট্রাকের নেতাকর্মীরা হামলা চালাচ্ছে। আবার ওপর পক্ষ দলকা বিলে হেমায়েতপুর প্রগতি মৎসজীবী সমবায় সমিতির পক্ষে পাহারাদার ও মামলার বাদি উপজেলার গোপালপুর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মো: রুহুল আমীন বলেন, আমরা স্বতন্ত্র ট্রাকের পক্ষে ভোট করায় দলকার বিলের বিষয় নিয়ে নৌকার পক্ষের লোকজন আমাদের উপরে হামলা চালাচ্ছে। তাদেরকে বিলে মাছ ধরতে নিষেধ করলেও তারা জোরপূর্বক বিলে মাছ ধরে এবং আমাকে সহ একজন ইউপি সদস্যকেও মারধর করে। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসী জেলা প্রশাসক ও চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের সংসদ সদস্য হাজি মো: আলী আজগার টগর এমপির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন, দুই পক্ষের মামলা রেকর্ড হয়েছে। আসামিদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

গাংনীতে কৃষকের ৬ বিঘা জমির কলা গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বালিয়াঘাট গ্রামের দুই কৃষকের ৬ বিঘা জমির কলাগাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে কৃষকের ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১২ লাখ টাকা।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় শাজাহান আলীর এক বিঘা ও রহিদুল ইসলামের ৫ বিঘা জমির কলাগাছ কেটে দেয়ার ঘটনা ঘটে। লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থায় নেওয়ার আশ্বাস পুলিশের। এতে কৃষকের ১২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবী ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক সাজাহান আলী ও রহিদুল ইসলাম বলেন, প্রতিবিঘা ৩০ হাজার টাকায় অন্যের কাছ থেকে বর্গা নিয়ে কলার চাষ শুরু করেন। প্রতি বিঘায় তাদের খরচ হয় ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। সকালে লোকজন দেখে কৃষকদের জানানোর পরে জমিতে এসে দেখি জমির সব গাছ কেটে দিয়েছে। কারো সাথে কোন শত্রুতা নেই তারপরও এমন করার কারণ বুঝছি না। ফসল মাঠেই থাকে। ফসলের সাথে শত্রুতা করা হয়েছে । এতে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১২ লাখ টাকা।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. ইমরান হোসেন বলেন, কৃষকের ফসল কেটে তছরুপ করার বিষয়টি ন্যাক্কার জনক। এতে শুধু কৃষকের ক্ষতি হয়নি। জেলার অর্থনীতির ক্ষতি করা হয়েছে। এমন ন্যাক্কার জনক কাজে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা উচৎ।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) তাজুল ইসলাম বলেন, কলাবাগান কেটে দয়ার ঘটনা শুনেছি।ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।